সংবাদ

তারিখ 14 APR 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

অবকাঠামো ও শিক্ষক সঙ্কটে চাঁদপুর সরকারি কলেজে শিক্ষার মান নিম্নমুখী

শাহ মোহাম্মদ মাকসুদুল আলম, চাঁদপুর

অবকাঠামোগত সুবিধার অভাব এবং শিক্ষক সঙ্কটের কারণে চাঁদপুর সরকারি কলেজের শিক্ষার মান দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে। দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীরা পাঠ গ্রহণের তথা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মানের এ কলেজটিতে এলেও এসব অসুবিধার কারণে তাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ হচ্ছে না। জেলার উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের এ কলেজটি প্রতিষ্ঠার ৬২ বছর পার করতে চললেও বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধানে কারও কোন উদ্যোগ নেই। বিষয়গুলো বারবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোন লাভ হয়নি। কোন সমস্যারই আজ পর্যন্ত সমাধান হয়নি। বরং দিন দিন যেমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে তেমনি সমস্যার পরিধিও বাড়ছে।

১৯৪৬ সালের ১ জুন চাঁদপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিকে ১৯৮০ সালের ১ মার্চ সরকারিকরণ করা হয়। ডিগ্রি পর্যায়ে জেলার প্রথম কলেজ বা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এটিই প্রথম। কলেজের রয়েছে ১৪ একর সম্পত্তি। ৩টি ছাত্রাবাস। ১৯৯২ সালে বাংলা ও হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে সম্মান কোর্স চালুর মধ্য দিয়ে কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তর করা হয়। বর্তমানে এ কলেজে ১৭টি বিষয়ে অনার্স ও ১৪ বিষয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। এছাড়া ইন্টারমেডিয়েট এবং পাস কোর্স তো রয়েছেই। নিয়ম অনুযায়ী যেসব বিষয়ে অনার্স চালু রয়েছে সেসব বিষয়ের কমপক্ষে ৭ জন এবং যেসব বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স চালু রয়েছে সেসব বিষয়ে ১২ জন করে শিক্ষক থাকার কথা। সে হিসেবে কলেজে মোট শিক্ষক থাকার কথা ১৮৯ জন। কিন্তু পদ রয়েছে মাত্র ৮৯ টির। তার ভেতর আবার ২১টি পদ খালি পড়ে আছে। ফলে কলেজের শিক্ষাক্রম মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে। অনার্স এবং মাস্টার্স কোর্স চালু করা হলেও মাত্র ৪টি বিষয়ে অনার্সের জন্য শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলোতেও পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। যেমন বাংলা বিষয়ে অনার্সের জন্য শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হলেও ওই বিভাগের শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ৫ জন। অর্থনীতি বিষয়ে রয়েছেন ৪ জন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে রয়েছেন ৬ জন, হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে রয়েছেন ৫ জন। এসব বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু থাকলেও সেজন্য পদ সৃষ্টি করা হয়নি। বাদবাকি বিষয়গুলোতে পদই সৃষ্টি করা হয়নি। তারপরও কলেজের ফলাফল সন্তোষজনক। যেমন ইংরেজি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু থাকলেও ওই বিষয়ের শিক্ষকের পদ রয়েছে মাত্র ৫টি। তারপরও চলতি বছর ইংরেজি বিভাগে অনার্সে পাসের হার ১শ' ভাগ। সমাজকল্যাণ বিভাগ থেকে এ বছর ১৮ জন ছাত্রছাত্রী প্রথম বিভাগ, ভূগোল বিভাগ থেকে ৪ জন ও হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ৬ জন প্রথম শ্রেণী লাভ করেছে। কলেজের শিক্ষক সঙ্কট দূর করা গেলে প্রত্যেকটি বিভাগ থেকে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যেত বলে ছাত্র ও শিক্ষকরা মনে করছেন।

কলেজে কোন প্রশাসনিক ভবন নেই। প্রশাসনিক কাজকর্ম চালাতে হয় একটি মাত্র কক্ষে। শিক্ষকদের বসারও কোন স্থান নেই। ছোট একটি কক্ষকে শিক্ষক মিলনায়তন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে সব শিক্ষকের বসার কোন ব্যবস্থা নেই। কলেজে শিক্ষা ভবন বা একাডেমিক ভবনের তীব্র সঙ্কট রয়েছে। একাডেমিক ভবনের অভাবে ঠিকভাবে ক্লাস নেয়া যাচ্ছে না। দেখা গেছে একটিমাত্র ভবনে ৪টি বিভাগের অবস্থান। কোন বিভাগের জন্যই একটি শ্রেণীর বেশি বরাদ্দ নেই। ফলে নিয়মিত ক্লাস করানো যাচ্ছে না। এক শ্রেণীর ক্লাস শেষ হলে অন্য শ্রেণীর ক্লাস নিতে হয়। নেই সেমিনার কক্ষ, বিভাগীয় প্রধানের কক্ষ, শিক্ষকদের বসার কক্ষ। কলেজের ৩টি ছাত্রছাত্রী হোস্টেল থাকলেও এগুলোতে সর্বসাকুল্যে ২শ' জন ছাত্রছাত্রী থাকতে পারে। অথচ অন্তত ১ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য হোস্টেলের প্রয়োজন। কারণ কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৭ হাজার। এর মধ্যে চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলা এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলা থেকে আসা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি। যাদের হোস্টেলে থেকে পড়ালেখা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। হোস্টেলে স্থান না পেয়ে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন মহল্লা বা এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে ম্যাস সিস্টেমে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করছে। হোস্টেলগুলোতেও সুযোগ-সুবিধা বলতে তেমন কিছুই নেই। নেই পর্যাপ্ত ফ্যান, টেলিভিশন, আসবাবপত্র, টয়লেট, খাবার পানির ব্যবস্থা। কলেজে কোন মিলনায়তন নেই। ফলে কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতে হয় কলেজ প্রাঙ্গণে বা কলেজের বাইরে। নেই কমন রুমও। পুরনো একটি ছোট ভবনে একটি কমন রুম থাকলেও সেটি ভগ্ন ও জরাজীর্ণ। এই ভবনটি যে কোন সময় ধসে পড়তে পারে। ফলে সেখানে খেলাধুলা করা খুবই বিপজ্জনক। কলেজে নেই ক্যাফেটেরিয়া। ছাত্রছাত্রীদের কিছু খেতে হলে কলেজের বাইরে যেতে হয়। নেই ব্যায়ামাগার। কলেজের চারদিকে নেই সীমানা প্রাচীর। যখন-তখন বহিরাগতরা কলেজ ক্যাম্পাসে আসা-যাওয়া করে। বহিরাগতদের নিয়ে প্রায়ই কলেজ কর্তৃপক্ষকে সমস্যায় পড়তে হয়। কলেজের বিভিন্ন ফি আদায় নিয়েও রয়েছে নানা অভিযোগ। নিয়মিত ম্যাগাজিন বের না হলেও প্রতি সেশনে ম্যাগাজিন ফি নেয়া হয়। কমন রুম না থাকলেও সেজন্য টাকা নেয়া হয়। কলেজের ছাত্র সংসদ নেই প্রায় ২০ বছর। অথচ ছাত্র সংসদ ফি নেয়া হয় নিয়মিত। হোস্টেলের ছাত্রছাত্রীদেরও নানা অভিযোগ রয়েছে।

কলেজের এসব সমস্যা এবং অনিয়মের বিষয়ে কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. ইকবাল হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, সমস্যাগুলোর ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দফায় দফায় অবহিত করা হয়েছে। তারপরও কোন সুফল পাওয়া যায়নি। ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন অভিযোগের জবাবে তিনি এগুলোকে অসত্য বলে আখ্যায়িত করে বলেন, কলেজের প্রতিটি টাকার স্বচ্ছ হিসাব রয়েছে। যে কোন মুহূর্তে এসব হিসাব কর্তৃপক্ষ দেখতে পারেন।